এইচ এস সি বাংলা

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে জীবনানন্দ দাশ

প্রশ্ন ▶১ অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সেই অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা? আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই— তিন বৎসর! কত কাল! সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে-রাতে সবসময় ডাকে। বাঁশবনটা ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন। এতদিনে তাহাদের সেখানে ইছামতিতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা কাঁটা, বনকলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া। *[সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কী? ১

খ. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ'— কথাটির তাৎপর্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের অপুর প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যায় কি?— আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের অন্তর্লীন দেশপ্রেম 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও ফুটে উঠেছে।"— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কুসুমকুমারী দাশ।

খ প্রশ্নোক্ত চরণটিতে মাতৃভূমির প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।

কবির চোখে তাঁর মাতৃভূমি সমগ্র পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত ও সহানুভূতিতে আর্দ্র। দেশের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর মনে হয়, এদেশের মতো মনোমুগ্ধকর স্থান পৃথিবীর আর কোথাও নেই। শুধু তাই নয়, গভীর অনুরাগ থেকে এদেশের জন্য তিনি মনে মনে করুণা অনুভব করেন। এভাবে প্রশ্নোক্ত চরণটির মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার প্রতি কবির মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে।

গ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের অপুর প্রকৃতিপ্রেমের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি বাংলার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। অসংখ্য বৃক্ষ ও লতা-গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে, অরণ্যে। এদেশের প্রতিটি নদ-নদী ভরে থাকে স্বচ্ছ জলে। নাটার রঙের মতো রাঙা সূর্য ওঠে ভোরের আকাশে। কবির বিশ্বাস, দেবী বিশালাক্ষীর আশীর্বাদেই নীলে-সবুজে মেশা বাংলার প্রকৃতি যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উদ্দীপকটিতেও পল্লিপ্রকৃতির এমন মনোমুগ্ধকর বর্ণনা রয়েছে ।

উদ্দীপকের নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম যেন সবুজ 'শ্যামলিমায় ঘেরা বাংলার ভূপ্রকৃতিরই প্রতিরূপ। কবিতাটিতে ব্যবহৃত প্রকৃতির অনেক উপাদান এখানে সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে নিশ্চিন্দিপুরের গাছগাছালির কথা, সন্ধ্যার মোহময় রূপের কথা, জল ভরা দিঘির কথা। এভাবে উদ্দীপকটিতে অপুর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পল্লিপ্রকৃতির প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। অপুর এই অনুভূতি আলোচ্য কবিতার কবির প্রকৃতিপ্রেমেরই নামান্তর। এ বিবেচনায় উদ্দীপকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনার অন্তরালে যে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কবির উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় মাতৃভূমির প্রতি কবির অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি বাংলার প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গকে মমত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কবির বিশ্বাস, দেবী বিশালাক্ষীর আশীর্বাদেই বাংলার প্রকৃতি এমন সুন্দর হয়েছে। এভাবে বাংলার প্রকৃতির রূপ বর্ণনার মাধ্যমে কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশের দেশাত্মবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতির প্রতি অপুর গভীর ভালোবাসার পরিচয় মেলে। সেখানকার প্রকৃতি যেন তাকে আহ্বান করে। আর তাই ছেড়ে আসার এতদিন পরও তিনি ভুলতে পারেননি নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবন, নাটাকাঁটা, বনকমলীর ফুলের কথা। এভাবে স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে অপুর নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসার জন্য আকুতি এবং সেখানকার প্রকৃতির প্রতি তার ভালো লাগার অনুভূতি স্থান পেয়েছে উদ্দীপকটিতে। আলোচ্য কবিতাটিতেও গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির প্রতি এমনই ভালোবাসার পরিচয় মেলে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় স্বদেশপ্রেমের বশবর্তী হয়েই কবি বাংলার প্রকৃতির বন্দনা করেছেন। প্রকৃতির নানা তুচ্ছ অনুষঙ্গ ব্যবহার করে কবি তার সে ভালোবাসার প্রগাঢ় অনুভূতিকেই ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে, উদ্দীপকের অপুর উপলব্ধির ভেতর দিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের প্রতি যে ভালোবাসা ও আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা তার দেশাত্মবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। এজন্যই পল্লিপ্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছে সে। এভাবে প্রকৃতির রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে উদ্দীপক ও পাঠ্য কবিতাটিতে আমরা কবিদ্বয়ের গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাই। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶২ আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে
বউ কথা কও পাখি ডাকে নিত্য হিজল গাছে।
দোয়েল কোয়েল কুটুম পাখি, বন-বাদাড়ে যায়রে ডাকি
আছে শাপলা শালুক ঝিলে বিলে, পুকুর ভরা মাছে।
হাজার তারার মানিক জ্বলে হেথায় মাটির ঘরে
সবার মুখের মিষ্টি কথায় সবার হৃদয় ভরে রে।

[য. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৭; ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. কবি জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম' কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন কে? ১

খ. "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ"— পঙ্‌ক্তিটির মর্মার্থ বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকটির সাথে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার আলোকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ বিষয়বস্তুর দিক থেকে উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটি পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বঙ্গভূমিকে নিয়ে তাঁর গভীর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবি মনে করেন, এমন সুন্দর, মমতারসে সিক্ত ও স্নেহার্দ্র দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আর বাংলার এ ঐশ্বর্যের মূলে রয়েছে পল্লিপ্রকৃতির সবুজ শ্যামল রূপ। উদ্দীপকের কবিতাংশেও বাংলার প্রকৃতির প্রতি কবির মুগ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবির দৃষ্টিতে তাঁর জন্মভূমি রূপে-গুণে অনবদ্য। আর তাই এদেশের মতো এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। এদেশে হিজল গাছে বউ কথা কও; বনবাদাড়ে দোয়েল, কোয়েল, কুটুম পাখিদের অবাধ বিচরণ। বিলে-ঝিলে ফুটে থাকা শাপলা-শালুকের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করে। উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রকাশিত স্বদেশের প্রতি এ রূপমুগ্ধতার দিকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়। সেখানে কবি পল্লির বিচিত্র অনুষঙ্গকে আশ্রয় করে সমগ্র বাংলাকে মমত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। তিনি মনে করেন, বিশ্বের আর কোথাও এত নদী, বৃক্ষ ও ফুলের সমারোহ নেই। কবির এ একান্ত অনুভব উদ্দীপকের কবির অনুভূতির সমান্তরাল। এভাবে, স্বদেশের প্রতি কবিদ্বয়ের রূপমুগ্ধতার এ অনুভবই উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতাটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করেছে।

ঘ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বাংলাকে নিয়ে কবির ভাবাবেগের অন্তরালে গ্রামবাংলার অপার সৌন্দর্যের দিকটিই প্রকাশিত হয়েছে।।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের মধ্য দিয়ে কবির দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি কবি আর কোথাও দেখেননি। এজন্য কবি বাংলার প্রকৃতির অনবদ্য চিত্র তুলে ধরে স্বদেশের সঙ্গে নিজের আত্মিক বন্ধনকে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য কবিতায় ফুটে ওঠা এ দিকটি উদ্দীপকের কবিতাংশেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি তার মাতৃভূমির প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় অজস্র ফল, ফুল আর পাখ-পাখালির সমারোহে বাংলার প্রকৃতি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। আর তাই তিনি তাঁর জন্মভূমিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলে মনে করেন। তাঁর এই বোধ এতটা প্রবল যে, পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। স্বদেশের প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই রূপমুগ্ধতার দিকটি আলোচ্য 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কবির দেখা বাংলাদেশ প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক অনন্য লীলাভূমি। এদেশে ভোরের আকাশে যখন সূর্য ওঠে, মেঘের আড়াল থেকে তার রং হয় করমচার মতো রঙিন। এদেশের গাছপালায় সবুজের মহাসমারোহ। কল্পিত জলদেবতা অবিরাম জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী করে রাখে এদেশের নদ-নদীকে, আর তাতেই উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল সপ্রাণ হয়ে থাকে। কবি এসব ঐশ্বর্যকে লক্ষ করেই বঙ্গভূমিকে অভিহিত করেছেন সবচেয়ে সুন্দর স্থান হিসেবে। দেশকে নিয়ে আলোচ্য কবিতার কবির এই অনুভব উদ্দীপকের কবিতাংশেও গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। আর তাই এদেশের মতো এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও আছে বলে উদ্দীপকের কবি বিশ্বাস করেন না। এভাবে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার কবিদ্বয় নানা অনুষঙ্গকে আশ্রয় করে মূলত বাংলার প্রকৃতির অনিন্দ্য সৌন্দর্যকেই উপস্থাপন করেছেন।

প্রশ্ন ▶৩ ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. বরুণের স্ত্রীর নাম কী? ১

খ. কবির জন্মভূমির মতো এত সুন্দর ভূমি খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণের সাথে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'— কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূলভাব প্রতিফলিত হয়েছে"— উক্তিটির পক্ষে মতামত দাও। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বরুণের স্ত্রীর নাম— বারুণী।

খ কবির চোখে তাঁর নিজ জন্মভূমি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বলে এত সুন্দর ভূমি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কবির ভাষায় তাঁর মাতৃভূমি সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ। কারণ এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করে। এই মুগ্ধতা অন্য কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার কবির কাছে এ দেশ মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র। অর্থাৎ এ দেশের প্রতি রয়েছে কবির অন্তরের প্রগাঢ় ভালোবাসা। আর এই ভালোবাসার ফলেই কবির জন্মভূমির মতো এত সুন্দর ভূমি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের প্রথম চরণের সাদৃশ্য রয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি সারা পৃথিবীর মধ্যে তাঁর মাতৃভূমি বাংলাকে অনন্য বলে অভিহিত করেছেন। কবি মনে করেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মধুকূপী ঘাস, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ইত্যাদি গাছ ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদ-অরণ্যে। বৃষ্টির দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট দেশে নদীগুলো জলে ভরে থাকে। সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। শঙ্খমালা নামে রূপসী নারীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে। কবির বিশ্বাস, পৃথিবীর আর কোথাও শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না। প্রকৃতির এমনই সৌন্দর্যের ইঙ্গিত আছে উদ্দীপকের প্রথম চরণে।

উদ্দীপকের প্রথম চরণে বলা হয়েছে, 'ধন-ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'। একদিকে এই পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত ধন, ধান্য, পুষ্প শব্দগুলো বসুন্ধরা তথা পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথা ব্যক্ত করেছে। অন্যদিকে সমগ্র বসুন্ধরা না হলেও বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে আলোচ্য চরণটিতে। আর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে উদ্দীপকের প্রথম চরণের সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার বিষয়বস্তু এবং উদ্দীপকের বিষয়বস্তু একই ধারায় প্রবাহিত— তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কবিতার মূলভাব প্রতিফলিত হয়েছে— উক্তিটি যথার্থ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় দেশপ্রেম, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা এবং নিজ দেশকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এদেশ অনন্য। অসংখ্য গাছগাছালিতে ভরে থাকে এদেশের সবুজ প্রকৃতি, নদীতে থাকে স্বচ্ছ জল। ভোরবেলা নাটার রঙের মতো লাল সূর্য ওঠে পুব-আকাশে। অন্ধকার ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে লেবুর শাখা কিংবা অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। হলুদ-শাড়ির বর্ণশোভা ছড়িয়ে রূপসী শঙ্খমালা জন্ম নেয় কেবল এদেশেরই বুকে।

উদ্দীপকে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটেছে। কবি এখানে সমগ্র বসুন্ধরার মাঝে নিজের জন্মভূমিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছেন। তাঁর মতে, ধন-ধান্য পুষ্পভরা বসুন্ধরার মাঝে সকল দেশের সেরা তাঁর নিজের দেশ। কারণ স্বপ্নের মতই এই দেশ সুন্দর। এ দেশই তাই সকল দেশের রানি। তাই পৃথিবীর আর কোথাও এমন দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই দেশপ্রেম, দেশের সৌন্দর্য, স্বদেশকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভাবনা সন্নিবেশিত হয়েছে। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় সহানুভূতিতে আর্দ্র, মমতারসে সিক্ত, সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশের সৌন্দর্য উঠে এসেছে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি স্বপ্ন, আশা, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ধন-ধান্যে পুষ্পভরা স্বদেশের প্রতিচ্ছবি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ আমার পূর্ব বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি। *[কু. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. সবুজ ডাঙা কীসে ভরে আছে? ১

খ. "সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় জল অবিরল?"—
বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি' 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন অনুষঙ্গের সাথে তুলনীয়? ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'— উভয় কবিতায় দেশপ্রেমই প্রবল হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার অন্তরালে।"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সবুজ ডাঙা মধুকূপী ঘাসে ভরে আছে।

খ জলের দেবতা বরুণের আশীর্বাদপুষ্ট এদেশের অসংখ্য নদীনালার সৌন্দর্য ও প্রাণৈশ্বর্য বোঝাতে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

এদেশের প্রতিটি নদনদী ভরে থাকে স্বচ্ছতোয়া জলে। সেই জল কখনোই ফুরায় না। যেন জলের দেবতা অনিঃশেষ জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রাখেন এদেশের অসংখ্য নদীকে। কারণ বারুণী থাকেন গঙ্গাসাগরের বুকে। আর এ কথা বোঝাতেই কবি বলেছেন— 'যেখানে বরুণ কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলাঙ্গীরে দেয় জল অবিরল।'

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি' 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার 'সবচেয়ে সুন্দর করুণ' অনুষঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বিমুগ্ধ বেদনার শান্তির মতো সুন্দর-করুণ শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতায় কবি বাংলাদেশকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উল্লেখ করে বলেছেন, এদেশ সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ। এখানে করুণ বলা হয়েছে এ কারণে যে, যখন কোনো কিছুকে খুব ভালোবাসা যায় তখন তার প্রতি হৃদয়ে করুণা জাগে এই অর্থে।

উদ্দীপকে কবি নিজ জন্মভূমির এক অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। পূর্ব বাংলা তাঁর কাছে একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ কিংবা বলা যায় পূর্ব বাংলা সন্ধ্যার উন্মেষের মতো, সরোবরের অতলের মতো। এ প্রসঙ্গে উদ্দীপকে কবি পূর্ব বাংলাকে বলেছেন বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি। বিমুগ্ধ বেদনা এবং শান্তি আপাত বিপরীতধর্মী শব্দ কিন্তু এই 'বিমুগ্ধ বেদনা' কিন্তু প্রগাঢ় ভালোবাসার অভিব্যক্তি। কারণ প্রগাঢ় ভালোবাসা মানুষকে বিমুগ্ধ করে, মনে বেদনার সৃষ্টি করে আরও ভালোবাসার জন্যে। এজন্যে বেদনা ও শান্তি উভয়ই কবির দেশের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাই কবি জীবনানন্দ দাশ 'বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি'র মতো আপাত-বিপরীতধর্মী শব্দবন্ধ 'সবচেয়ে সুন্দর করুণ' দিয়ে বাংলাকে বিশেষায়িত করেছেন। আর এখানেই উদ্দীপক ও কবিতার মিল।

ঘ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় এবং আলোচ্য উদ্দীপকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার অন্তরালে দেশপ্রেমই প্রবল হয়ে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ। উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

কবি জীবনানন্দ দাশের চোখে তাঁর মাতৃভূমি বাংলাদেশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন একটি দেশ। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কবি প্রবল আবেগে এদেশের গাছ, পাখি, নদী, জল, বাতাস প্রভৃতিকে কবিতার বিষয় করেছেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে হয়তো প্রকৃতিপ্রেমিক কবির প্রকৃতি বর্ণনামাত্র বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভালোভাবে উপলব্ধি করলে আমরা বুঝতে পারি যে, বর্ণনার অন্তরালে কবির প্রগাঢ় দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দীপকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নানা উপাদানের কথা বর্ণনা হয়েছে। অন্ধকারের তমাল, অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ, সন্ধ্যা, অতল সরোবর কিংবা কালো কেশ মেঘ'— সবগুলোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাদান। এ সকল উপাদানে পূর্ব বাংলার প্রকৃত সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রকৃতিকে বর্ণনার অন্তরালে আমরা লক্ষ করি কবির প্রগাঢ় দেশপ্রেম।

উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার অন্তরালে মুখ্য হয়ে উঠেছে কবির দেশপ্রেম। উভয় কবি নানা উপমায় নিজ মাতৃভূমির সৌন্দর্য ব্যক্ত করেছেন। কবি জীবনানন্দ দাশ নিজ জন্মভূমিকে পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সুন্দর করুণ বলেছেন এবং উদ্দীপকের কবি বিমুগ্ধ বেদনার শান্তিরূপে নিজ জন্মভূমিকে অভিহিত করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৫ বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি, এর মাঠ-ঘাট, মানুষ অতুলনীয় এবং বিশেষ আবেদনময়। যে জন এই নিসর্গ প্রকৃতি থেকে নগরের আহ্বানে সেখানে স্থায়ী বসতি গড়েন, তাকেও তার এক কালের পল্লি প্রকৃতি বার বার আকর্ষণ করে; ষড়ঋতু তার মনে আবেগের রংধনু তোলে। এর শাশ্বত কারণ হলো, মানুষ স্বভাবতই তার নিজ ভূমের প্রতি ঋণী। *[বি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬; সরকারি এম এ মজিদ ডিগ্রী কলেজ, দিঘলিয়া, খুলনা। প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. বারুণী কে? ১

খ. সন্ধ্যার বাতাসে ঘরে ফেরার মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ভাবের সাদৃশ্য কতটুকু তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "প্রকৃতির চিত্র উপস্থাপনে উদ্দীপকের সাথে— জীবনানন্দ দাশ সমান পারঙ্গম।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বারুণী হলেন জলের দেবতা বরুণের স্ত্রী।

খ সন্ধ্যার বাতাসে ঘরে ফেরার মধ্য দিয়ে কবি কর্মক্লান্ত দিন শেষে রাতে নিজ আশ্রয়ে বিশ্রাম গ্রহণের বিষয়টিকে বোঝাতে চেয়েছেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, 'সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে।' এখানে যদিও সুদর্শনের আশ্রয়ে ফেরার চিত্র রয়েছে তবুও এর ব্যঞ্জনায় বাঙালি জীবনের কথা আছে। গ্রামীণ বাঙালি সমাজের মানুষেরা সারাদিন কর্মের মধ্যে কাটানোর পর সন্ধ্যা হলে সকলে যার যার আশ্রয়ে ফিরে যায়। আর এ কথাই কবি আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটিতে বুঝিয়েছেন।

গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার অন্তরালে প্রবল দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাথে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু সাদৃশ্যপূর্ণ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন দেশ বাংলাদেশ। সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি আর কোথাও নেই। এই প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতার মাঝে মিশে আছে দেশের প্রতি কবির প্রেমানুভূতি।

উদ্দীপকের মাঝেও একই অনুভূতির পরিচয় লক্ষণীয়। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি, এর মাঠঘাট, মানুষ অতুলনীয় এবং বিশেষ আবেদনময়। তাই এমন সুন্দর প্রকৃতি থেকে দূরে নগরে বসবাসকালে মানুষের মনে সেই পল্লিপ্রকৃতির কথা ঘুরেফিরে আসে। কারণ মানুষ স্বভাবতই নিজের অন্তরে নিজভূমির প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে। আর উদ্দীপকে এই যে প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা এবং দেশপ্রেমের পরিচয় বিধৃত হয়েছে, তাই একে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

Teachingbd24.com

ঘ প্রকৃতির চিত্র উপস্থাপনে উদ্দীপকে যে পারঙ্গমতার পরিচয় রয়েছে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ সেরকম পারঙ্গমতারই পরিচয় দিয়েছেন।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাতে নিসর্গ-বর্ণনায় কবি জীবনানন্দ দাশ সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কবিতায় বাংলার লতা-গুল্ম, জল-নদী, আলো-বাতাস, প্রাণিকূল এমনকি প্রকৃতি-সংলগ্ন ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ কবিতায় তিনি যে নারীর বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মিশে আছে প্রকৃতির উপাদান। কবির ভাষায়, হয়তো দেবী বিশালাক্ষী বর দিয়েছিলেন বলেই নীল-সুবজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে বাংলার প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি, মাঠ-ঘাট, মানুষ অতুলনীয় এবং বিশেষ আবেদনময়। এমন প্রকৃতি থেকে দূরে শহরে বসবাসকারী মানুষগুলোও হৃদয়ে সেই নিসর্গ-সৌন্দর্যের আকর্ষণ অনুভব করে। তাদের মনেও সেই সৌন্দর্য আবেগের সৃষ্টি করে। বস্তুত প্রকৃতির এই বর্ণনায় নিঃসন্দেহে পারঙ্গমতার পরিচয় নিহিত।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে মানুষ মাত্রই নিজ মাতৃভূমিকে ভালোবাসে। মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সে অবলীলায় অনুভব করে। আর সে সৌন্দর্য অসাধারণ শিল্পভাষ্যে প্রকাশ করে। এমনই সৌন্দর্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায় 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়। কবিও নিজ জন্মভূমির সৌন্দর্য প্রকাশে যথেষ্ট শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উদ্দীপক ও পাঠ্য কবিতা উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃতির বর্ণনায় পারঙ্গমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে চিত্র উপস্থাপনের সাথে জীবনানন্দ দাশের উপস্থাপনের সমান পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ৬ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। চারদিকে সবুজের সমারোহ। নদীমাতৃক এ দেশের বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় নদী। গ্রামের মেঠোপথের দুই পাশে সারি সারি হিজল, তমাল, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, আম, বট প্রভৃতি বৃক্ষের সমারোহ দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পৃথিবীর কোথাও এমন সুন্দর দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনে হয় এ যেন এক স্বর্গরাজ্য।

[মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন কোথায় উড়ে যায়? ১

খ. "সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল" —বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের নদী ও বৃক্ষের সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার নদী ও বৃক্ষের সাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূলভাব কতটা প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায় তার ঘরে।

খ 'সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে' বলতে বাংলার রূপ সৌন্দর্যকে বোঝানো হয়েছে।

রূপসী বাংলার মোহনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি জীবনানন্দ দাশ জন্মভূমিকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপার লীলাভূমি। এদেশের প্রকৃতি সবুজময়। পথে প্রান্তরে নানা রকম সবুজ গাছ-বাঁশ এবং ঘাসে মোড়া। মাঠ জুড়ে সবুজ শস্যের সমারোহ। এই সবুজে মোড়া অপরূপ দৃশ্যের জন্যই কবি বলেছেন- 'সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে।'

গ উদ্দীপকের কবিতার সাথে স্রোতস্বিনী এদেশের অসংখ্য নদী ও জনপদ অরণ্যের বৃক্ষরাজির সাদৃশ্য রয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় নদী ও বৃক্ষের সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য ভিন্নমাত্রিক কারুকার্যে চিত্রায়িত করেছেন। কবিতায় বৃক্ষরাজি ও নদ-নদীকে কবি মুগ্ধভাবে কবিতায় প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল হিজল এরকম বৃক্ষরাজিতে সাজানো। যা বাংলাদেশকে করেছে চির সবুজ। কবি মনে করেন জলের দেবী বারুণী গঙ্গা-সাগরের বুকেই থাকে আর মেঘের দেবতা বরুণ কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী ও পদ্মাসহ হাজারো নদীকে জল দেয় অকৃপণভাবে। এ সৌন্দর্য পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনে হয় এ যেন এক স্বর্গরাজ্য।

উদ্দীপকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। নদীমাতৃক এ দেশের বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য নদী। গ্রামের মেঠোপথের দুইপাশে সারি সারি তমাল, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, আম বট প্রভৃতি বৃক্ষের সমারোহ দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে কবিতাটির অসংখ্য নদী ও বৃক্ষরাজির বৃক্ষের বর্ণনা কবিতায়ও প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের নদী ও বৃক্ষের সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার নদী ও বৃক্ষের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় শুধুমাত্র নদীনালা ও বৃক্ষরাজির মাধ্যমে সৌন্দর্যের লীলাভূমির মূলভাবটি ফুটে উঠেছে। যা কবিতার সমগ্র মূলভাবকে প্রতিফলিত করে না।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় নদীনালা ও বৃক্ষরাজি ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্রিত হয়েছে। এখানে মেঘের ওপর সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়লে এক অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। শঙ্খচিলের মাধ্যমে কবি এখানে বাংলার চঞ্চলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। লক্ষ্মীপেঁচা অফুস্ট তরুণ। কবির দৃষ্টিতে বাংলাদেশ যেন হলুদ শাড়ি পরা এক রূপসী নারী। সন্ধ্যার বাতাসে উড়ে চলা সুদর্শন অপরূপ বাংলার স্বর্গরাজ্যের পরিচায়ক।

উদ্দীপকে সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের অসংখ্য নদীনালা এ দেশের বুক চিরে প্রবাহিত হয়। সবুজ বৃক্ষের সমারোহ দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এই অপরূপ সৌন্দর্যে বাংলা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। এই সৌন্দর্য কবিতায় সম্পূর্ণ মূলভাবটি প্রতিফলিত করে না।

কবিতায় শঙ্খচিলের মাধ্যমে বাংলা চঞ্চলতা, লক্ষ্মীপেঁচার মাধ্যমে বাংলা তারুণ্যের রূপ প্রতিফলিত হলেও উদ্দীপকে তার বর্ণনা নেই। বাংলাকে হলুদ শাড়ি পরা রূপসী নারীর চেতনা ও সুদর্শনের উড়ে চলা বাংলাদেশকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে যার প্রকাশ উদ্দীপকে ফুটে উঠেনি। এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূলভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৭ যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হয়ে— আরো নীল— আরো নীল হয়ে
আমি যে দেখিতে চাই; — সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে
আমি যে দেখিতে চাই,— আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. বারুণী কোথায় থাকে? ১

খ. "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ"— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের মধ্যে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় সাদৃশ্যের দিকটি আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ভাব যথার্থ ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে— মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com

গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার দিক থেকে উদ্দীপক এবং 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় অসাধারণ সুন্দর বাংলার বর্ণনা করা হয়েছে। এ দেশ সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। প্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে এখানে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। যা পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কবির চোখে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন দেশ আমাদের এদেশ বাংলাদেশ।

উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে বাংলার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশেষত্ব। বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি। এর মাঠঘাট অতুলনীয় এবং বিশেষ আবেদনময়। কবি যতদিন বেঁচে আছেন ততোদিন এ বাংলার ঘাসে, নীল আকাশে, ধানসিঁড়ি নদীর সাথে থাকতে চান। তিনি পৃথিবীর আর নিজভূমির প্রকৃতির প্রতি যে মুগ্ধতা উদ্দীপক ও কবিতায় তা ফুটে উঠেছে। কবির মতে, বাংলার অরণ্যে জনপদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এত উপকরণ ছড়িয়ে আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় বাংলার রূপের এই বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে।

ঘ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি প্রবল দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় নিসর্গ-বর্ণনায় কবি সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কবিতায় বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশের নয়নাভিরাম রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ দেশের মতো এতো সৌন্দর্য পৃথিবী আর কোথাও নেই। প্রকৃতিপ্রেমিক কবি প্রবল আবেগে এ দেশের গাছ, পাখি, নদী, জল, বাতাস প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমের অন্তরালে কবির প্রগাঢ় দেশপ্রেমও প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দীপকেও বাংলার অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। বাংলার প্রতি ছত্রে ছত্রে যে রূপ বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে তা দেখে কবি মুগ্ধ হন। কবি পৃথিবীর পথে বহুদিন ঘুরলেও বাংলার মতো সৌন্দর্য আর কোথাও খুঁজে পাননি। এমন সুন্দর প্রকৃতি থেকে দূরে গিয়ে তিনি বেদনা অনুভব করেছেন। তিনি মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকার সময় নিজের অন্তরে নিজভূমির জন্য ভালোবাসা অনুভব করেন। উদ্দীপকে প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা এবং দেশপ্রেমের যে পরিচয় ফুটিয়ে উঠেছে তা কবিতার ভাবকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষ অবলীলায় অনুভব করে। এছাড়া সে স্বভাবতই নিজের অন্তরে নিজভূমির প্রতি ভালোবাসা ধারণ করে। কবিতায়ও একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। কবি কবিতায় দেশপ্রেম, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা এবং নিজ দেশকে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই দেশপ্রেম, দেশের সৌন্দর্য, স্বদেশকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভাবনার সন্নিবেশ ঘটেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ভাব যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁঝে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. হলুদ শাড়ি কোথায় লেগে থাকে? ১

খ. এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূল সুর ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন- এ মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক হলুদ শাড়ি রূপসীর শরীরে লেগে থাকে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার স্বদেশ প্রকৃতির অনন্য-অপরূপ মোহনীয় দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সংবেদনশীল মনের মানুষরা স্বদেশপ্রকৃতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। তাদের কাছে স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় মনে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারা পরম সুখ অনুভব করে। মৃত্যুর পরেও তারা যেন স্বদেশের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন। এমন আকুল কামনা ব্যক্ত করেন। স্বদেশের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে আকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়।

উদ্দীপকে স্বদেশকে অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রানী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কবির স্বদেশভূম ধনেধান্যে পুষ্পে ভরা। এ যেন স্বপ্ন আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন অপরূপ সৌন্দর্যের দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও কবি স্বদেশভূমি বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে অনন্য, অতুলনীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। এমন নিটোল সৌন্দর্যময়ী দেশের প্রতি নিজের আকৃষ্ট হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে এদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। তিনি স্বদেশকে সবচেয়ে সুন্দর, মায়াময়ী ও মমতারসে সে সিক্ত করুণ-কোমল বলেছেন। সরষে ফুলের ক্ষেতকে কবির কাছে হলুদ শাড়ি পরা রূপসীর মতো মনে হয়েছে। এমন অকৃত্রিম চোখ জুড়ানো নিসর্গের উপমা শুধু বাংলাদেশেই মেলে। উদ্দীপকের স্বদেশের সৌন্দর্যবোধ ও স্বকীয়তা 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতারই প্রতিধ্বনি। তাই স্বদেশ প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্য উদঘাটনের চিত্রটি উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মূল সুর নিসর্গ প্রেমের ছোঁয়ায় স্বদেশপ্রেম। আর এই অনুভূতির স্বীকৃতিই 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল বক্তব্য।

উদ্দীপকের মতো 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় দেশপ্রেম। দেশকে ভালোবাসেন বলেই কবির চোখে এ দেশ সবচেয়ে সুন্দর করুণ। স্বদেশ প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করেই কবি এ দেশকে পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় বলেছেন। স্বদেশ প্রেমের চেতনায় উদ্দীপকের কবি ও আলোচ্য কবিতার কবি ঋদ্ধ সমৃদ্ধ।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অত্যুজ্জ্বল স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে কবির প্রগাঢ় মমতায়। ধনধান্য পুষ্প ভরা কবির নিজস্ব জন্মভূমির ভুবনকে নিয়ে কবি গর্বিত। তার স্বপ্ন ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা স্বদেশভূমিকে তিনি সকল দেশের সেরা রানী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এমন অনুপম সৌন্দর্যের দেশ পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও কবি নিজ দেশকে পৃথিবীর বুকে অনন্য বলেছেন। মধুরূপী ঘাসে ভরা এদেশের সবুজ ডাঙ্গা সবচেয়ে সুন্দর। করুণ রসে সিক্ত। যা হৃদয়ে পরম প্রেমরস উদ্রেক করে।

উদ্দীপকে ও আলোচ্য কবিতার কবি দুজনেই এদেশের সৌন্দর্যে বিভোর। এদেশের নিসর্গ প্রেমে তারা সিক্ত, অভিভূত। এদেশের সকল দেশের সৌন্দর্যের রানী। এ দেশের শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল। এ দেশে নাটার রঙের মতো অরুণ জেগে ওঠে। সুদর্শন উড়ে যায় সন্ধ্যার বাতাসে, হলুদ শাড়ি লেগে থাকে সরষে ফুলের হলুদ ক্ষেতে। এদেশের এমন অনেক বিচিত্র সৌন্দর্যময়তায় সংবেদনশীল কবির মনে স্বদেশপ্রেম শতধারায় উৎসারিত হয়। তাই এই স্বদেশপ্রেমের অকৃত্রিম অনুভূতিতে উদ্দীপকের মূল সুর ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন— এমন মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ও যথার্থ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কী? ১

খ. কবি তাঁর দেশকে 'সবেচেয়ে সুন্দর করুণ'— বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'আবার আসিব ফিরে' কথাটিতে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলা প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধে উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা সমান— মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কুসুমকুমারী দাশ।

খ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বেদনা দুটোই বিদ্যমান থাকায় কবি তাঁর জন্মভূমিকে 'সবচেয়ে সুন্দর করুণ' বলেছেন।

কবির দৃষ্টিতে স্বীয় জন্মভূমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। তাঁর এই দেশ যেমন মমতারসে সিক্ত ও সহানুভূতিতে আর্দ্র তেমনি বিষণ্ন। কারণ এর একদিকে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অন্যদিকে মানুষের বেদনামলিন হৃদয়। এদেশের মানুষকে প্রতিনিয়ত জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। আর এ কারণেই কবি তাঁর দেশকে 'সবচেয়ে সুন্দর করুণ' বলেছেন।

গ উদ্দীপকে 'আবার আসিব ফিরে' কথাটিতে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির মাঝে দেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম ফুটে উঠেছে। কেননা বাংলার সবুজ প্রকৃতি, নদ-নদী, নীলাকাশ প্রভৃতিকে কবি এতটাই ভালোবেসেছেন যে, তার কাছে এদেশকে পৃথিবীর সেরা বলে মনে হয়েছে। এদেশের রূপ-সৌন্দর্যে কবি এতটাই মুগ্ধ যে এখানকার মধুকূপী ঘাসের মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজে ফিরিছেন। এদেশের নদ-নদীর পানিও কবির হৃদয়ে এনেছে প্রশান্তির জোয়ার। কবির মতে, দেবীর নিজ হাতে বর দানের কারণেই এদেশকে এত সুন্দর বলে মনে হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে 'আবার আসিব ফিরে' বলতে বাংলা প্রকৃতিতে কবির মৃত্যুর পরও পুনরায় ফিরে আসার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর মাতৃভূমির সৌন্দর্যে এতটাই মুগ্ধ যে মৃত্যুর পরও বার বার এদেশের বুকে ফিরে আসতে চান। এদেশের প্রকৃতির মধ্যে তিনি খুঁজে পান প্রশান্তির ছায়া। আর এ কারণেই কবি মানুষরূপে সম্ভব না হলেও অন্য যেকোনো রূপ ধারণ করে স্বদেশের বুকে ফিরে আসতে চান। যার মাধ্যমে কবির অসাধারণ দেশপ্রেমের বিষয়টি ফুটে ওঠে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশে 'আবার আসিব ফিরে' কথাটিতে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "বাংলার প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধে উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা সমান"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় জন্মভূমির প্রকৃতির প্রতি কবির মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাছে এই দেশের প্রকৃতি পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে সুন্দর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক বিচিত্র লীলাভূমি যেন এদেশ। এদেশের প্রকৃতিতে রয়েছে সবুজের সমারোহ। এ দেশের নদ-নদী প্রকৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবি হৃদয়ে বয়ে আনে প্রশান্তির জোয়ার।

উদ্দীপকেও বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলে কবি মৃত্যুর পরও এদেশের বুকে বার বার ফিরে আসতে চেয়েছেন। মানুষ হিসেবে সম্ভব না হলেও তিনি শঙ্খচিল কিংবা শালিকের বেশে ফিরে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বাংলা প্রকৃতির প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। আর এ কারণেই তিনি এদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলার প্রকৃতির প্রতি এরূপ মমত্ববোধ উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ সূর্য ঝলকে। মৌসুমী ফুল ফুটে
স্নিগ্ধ শরৎ আকাশের ছায়া লুটে
পড়ে মাঠভরা ধান্য শীর্ষ পরে
দেশের মাটিতে আমার প্রাণ
নিতি লভে নব জীবনের সন্ধান
এখানে প্লাবনে নুহের কিশতি ভাসে
শান্তি-কপোতে বারতা লইয়া আসে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. কবি জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন কে? ১

খ. "সেখানে বরুণ/কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাজীরে দেয় অবিরল জল"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩

ঘ. প্রকৃতির প্রতি অপার প্রেম ও ভালোবাসা উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল উপজীব্য— মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কবি জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বাংলার রূপবৈচিত্র্যের যে সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে, উদ্দীপকে সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে, কবিতায় কবি সারা পৃথিবীর মধ্যে তার মাতৃভূমি বাংলাকে অনন্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মধুকূপী ঘাস, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ইত্যাদি গাছ ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদ, অরণ্যে। বৃষ্টির দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট এই দেশে নদীগুলো জলে ভরে থাকে। সন্ধ্যায় বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। শঙ্খমালা নামে রূপসী নারীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে। কবির বিশ্বাস পৃথিবীর আর কোথাও শঙ্খমালাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উদ্দীপকে বাংলার প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এদেশের প্রকৃতিতে সূর্য চমৎকারভাবে কিরণ দেয়। মৌসুমী ফুলে প্রকৃতি ভরে যায়। শরৎকালে দেখা যায় স্নিগ্ধ নীল আকাশ, মাঠভরা ফসল প্রভৃতি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে কবিতার বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ঘ বাস্তবিকই প্রকৃতির প্রতি অপার প্রেম ও ভালোবাসা উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল উপজীব্য হিসেবে ফুটে উঠেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটিতে নিসর্গ বর্ণনায় কবি জীবনানন্দ দাশ সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কবিতায় বাংলার লতা-গুল্ম, জল-নদী, আলো-বাতাস, প্রাণিকূল এমনকি প্রকৃতি-সংলগ্ন ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ কবিতায় তিনি যে নারীর বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মিশে আছে প্রকৃতির উপাদান। কবির ভাষায়, হয়তো দেবী বিশালাক্ষী বর দিয়েছিলেন বলেই নীল সবুজে মেশা বাংলায় ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম ও ভালোবাসা থেকেই কবির এমন শুদ্ধ অনুভূতি।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি নিসর্গকেই তার কবিতার অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তিনি চমৎকার ছন্দোবদ্ধভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে প্রকৃতি সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। মৌসুমী ফুল প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এর সঙ্গে শরৎকালের নীল আকাশ, মাঠ ভরা ফসল যেন বাংলার চিরন্তন সৌন্দর্যকে প্রকাশ করছে।

উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা উভয় স্থানেই বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপজীব্য করা হয়েছে। বাংলার রূপবৈচিত্র্য পৃথিবীতে অনন্য। আর কবিতায় এই দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে তা কবিতাটিকে অনন্য করে তুলেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রাধান্য পাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার বিষয়টিই 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে কবিতাটিকে অনন্য করে তুলেছে' — উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১১ দুই চোখ ভরে দেখবার মতো এত সৌন্দর্য, দু হাত ভরে নেবার মতো এত ঐশ্বর্য, এই তো আমাদের বাংলাদেশ। প্রকৃতিই এদেশের মানুষকে করেছে ভাবুক, কবি, শিল্পী, সাধক ও কর্মী, মানুষের প্রাত্যহিক জীবন এবং তার ভাবনার জগৎ এদেশের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান স্কুল ও কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম কী? ১

খ. হলুদ শাড়ির প্রতীকে কবি মূলত কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের দুই চোখ ভরে দেখার মতো যে সৌন্দর্য, তার সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন বিষয়টি তুলনীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্য 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ক্ষেত্রে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? যুক্তিসহ তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম 'কবিতার কথা'।

খ হলুদ শাড়ির প্রতীকে কবি মূলত মাঠভরা সরষে ফুলের সৌন্দর্যকে বুঝিয়েছেন।

এই বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের শেষ নাই। অবারিত ফসলের মাঠ, নদী, বন ইত্যাদি অত্যন্ত নয়নাভিরাম। এই বাংলাকে তাই কবি রূপসী বলেছেন। শীতের দিনে মাঠ ভরে থাকে সরষের হলুদ ফুলে। তখন মনে হয় রূপসী বাংলা যেন হলুদ শাড়ি পরেছে।

গ উদ্দীপকের দুই চোখ ভরে দেখার মতো যে সৌন্দর্য তার সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি তুলনীয়।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি সারা পৃথিবীর মধ্যে মাতৃভূমি বাংলাকে অনন্য বলে অভিহিত করেছেন। কবি তাঁর কবিতায় মধুকূপী ঘাস, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুলসহ নানা গাছ, নদী, সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন, শঙ্খচিলের মতো নানা উপমার মাধ্যমে বাংলার ভূ-প্রকৃতির এক অনুপম সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্টতার দিকটি তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকেও বাংলা-প্রকৃতির প্রতি এমন আকৃষ্টতার ইঙ্গিত পাই।

উদ্দীপকে মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দুই চোখ ভরে দেখবার মতো, দুই হাত ভরে নেবার মতো ঐশ্বর্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ দেশের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এদেশের মানুষকে করে তুলেছে ভাবুক, কবি, শিল্পী। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা ও উদ্দীপকে বাংলার প্রকৃতির প্রতি এমন আকুলতা ও আকৃষ্টতার দিকটি সমভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্য, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার বিষয়টি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির 'নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভেতর একাকার হওয়ার অনুভূতিতে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য।

কবি জীবনানন্দ দাশের চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আমাদের এই বাংলাদেশ। প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী এমন অপার লীলাভূমি বিশ্বের আর কোথাও নেই। কবি প্রবল আবেগে এদেশের গাছ, পাখি, নদী, জল-বাতাস প্রভৃতিকে কবিতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জন্মভূমি বাংলাদেশের সব কিছুতেই রয়েছে কবির মুগ্ধতা ও একাত্মতা। এমনি একাত্মতার অনুভূতি ব্যাপ্ত হয়েছে উদ্দীপকের শেষ চরণে।

উদ্দীপকে স্বদেশভূম বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যকে কবি দু চোখে ভরে দেখবার মতো এবং দুহাতে ভরে নেবার মতো করে গ্রহণ করেছেন। কবির মতে, স্বদেশ প্রকৃতিই এদেশের মানুষকে ভাবুক, কবি, শিল্পী, সাধক ও কর্মীরূপে পরিণত করেছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন এবং ভাবনার জগৎ এদেশের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা ও উদ্দীপকে স্বদেশ-প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম ও দেশের প্রতিটি অনুষঙ্গের সঙ্গে একাত্মতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতায় সহানুভূতিতে আর্দ্র, মমতায় সিক্ত এই বাংলাদেশকে কবি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বলে আখ্যায়িত করেছেন। উদ্দীপকেও এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দুই চোখে দেখবার মতো এবং দু হাতে ভরে নেবার মতো ঐশ্বর্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-ভাবনাকে এদেশের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়া হয়েছে। এই একাত্মতাবোধেই কবি জীবনানন্দ বাংলার ঘাস, নদী আর ধানকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন। তাই উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্য যৌক্তিকভাবেই 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ১২ ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতেই বিশ্বময়ীর, তোমাতেই বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা
ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছো মোর প্রাণের সনে
মিশেছো মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছো মোর প্রাণের মনে
তোমারই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।

[রংপুর সরকারি কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. সুদর্শন কী? ১

খ. 'এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো'— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন বিশেষ দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূলসুর দেশপ্রেম।" — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সুদর্শন এক ধরনের পোকা।

খ কবির চোখে তাঁর নিজ জন্মভূমি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বলে এত সুন্দর ভূমি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কবির ভাষায় তাঁর মাতৃভূমি সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ। কারণ এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করে। এই মুগ্ধতা অন্য কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার কবির কাছে এ দেশ মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র। অর্থাৎ এ দেশের প্রতি রয়েছে কবির অন্তরের প্রগাঢ় ভালোবাসা। আর এই ভালোবাসার ফলেই কবির জন্মভূমির মতো এত সুন্দর ভূমি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি বাংলার অসাধারণ অনন্য সুন্দর রূপ তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে-অরণ্যে। এদেশের প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। কবির দৃষ্টিতে বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল বলেই নীল-সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকেও বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটিই প্রধানরূপে ধরা দিয়েছে। এখানে কবি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মিশে যেতে চান তার মাঝে। দেশমাতার ভালোবাসায় কবি সিক্ত হতে চান। বাংলার এই সবুজ প্রকৃতির রূপটি যেন কবির মর্মে গাঁথা রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের সামগ্রিক ভাবনা দেশপ্রেম 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে এই বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান। কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির এই মুগ্ধতা ও প্রেম এদেশের প্রকৃতিতে বিরাজমান নানা অনুষঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সমগ্র উদ্দীপকেই এই ভাবনার স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। এখানে কবি তাঁর দেশের প্রতি নিজের একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। দেশের প্রতি ভালোবাসায় তিনি অবনত মস্তকে দেশের প্রকৃতির সাথে মিশে যান।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকের সামগ্রিক ভাবনাতেই স্বদেশের প্রতি কবির গভীর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। আর উদ্দীপকের এই ভাবনা 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় আরও জীবন্তরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায়, "উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূলসুর দেশপ্রেম"— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ 'আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান
অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট আমাদের নেই,
কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না— আপনাদের স্ফীত সঞ্চয় থেকে
উপচে পড়া ডলার মার্ক কিংবা স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে যা পাবেন
ডাল্লাসে অথবা মেম্ফিস অথবা ক্যালিফোর্নিয়া তার তুলনায়
শিশুতোষ।
আসুন ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান .....।'

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. সবুজ ডাঙা কীসে ভরে আছে? ১

খ. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বক্তব্য এবং 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কবির প্রকৃতিপ্রেম অভিন্ন— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশপ্রেমের মধ্যদিয়েই দেশকে অনুভব করা সম্ভব— উক্তিটি উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সবুজ ডাঙা মধুকূপী ঘাসে ভরে আছে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ স্বদেশের প্রতি আস্থা, অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রকৃতিমুগ্ধতার দিক থেকে উদ্দীপকের বক্তব্য এবং 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কবির প্রকৃতিপ্রেম অভিন্ন।

সংবেদনশীল মানুষমাত্রই স্বদেশ ও স্বদেশপ্রকৃতির প্রেমে বিমুগ্ধ হয়। নিজ দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় মনে করে। অন্যকেও আকৃষ্ট করে নিজ দেশের সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য। এমনিভাবে স্বদেশ প্রকৃতির প্রতি আস্থা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাতৃভূমি বাংলাকে অনন্য বলে অভিহিত করেছেন। কবি মনে করেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর অন্যত্র নেই। এখানকার সবুজ ডাঙা, মধুকূপী ঘাস, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুলসহ নানা বৈচিত্র্যের গাছ, নদী, সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন, শঙ্খচিল, পানের বনের মতো এমন অনুপম সৌন্দর্য মানুষের মন কেড়ে নেয়। সংবেদনশীল মানুষেরাই দেশ ও দেশের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। উদ্দীপকে উদারভাবে পৃথিবীর সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এ দেশেরই প্রকৃতিপ্রেমি এক কবি। তিনি এদেশকে ছবির মতো দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে কোনো মনোহারী স্পট নেই। কিন্তু সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ জুড়েই আছে নয়নাভিরাম দৃশ্য। যেদিকেই চোখ যাবে প্রাণজুড়িয়ে যাবে। কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল তাঁর 'ছবি' কবিতায় এভাবেই আমেরিকার মানুষদের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের অপরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্য। এতে কবি জীবনানন্দ দাশের মতোই বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রতি তার অকৃত্রিম প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, দু'কবির প্রকৃতিপ্রেম অভিন্ন।

ঘ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় এবং উদ্দীপকে স্বদেশ প্রকৃতির প্রতি গভীর আস্থা ও প্রেমের অন্তরালে অকৃত্রিম দেশপ্রেমের অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে।

দেশপ্রেম মানুষের একটি মানবীয় গুণ। দেশপ্রেমিক মানুষেরা দেশের সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে না। তাদের কাছে স্বদেশ প্রকৃতি ও স্বদেশের মানুষ অত্যন্ত প্রিয় ও অতুলনীয়। গভীর দেশপ্রেমের ভেতর দিয়েই তারা দেশের সৌন্দর্যকে অনুভব করে এবং বিদেশিদের সগৌরবে স্বদেশের সৌন্দর্য অবলোকনে আমন্ত্রণ জানায়। দেশপ্রেমের এমন অকৃত্রিম অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়।

কবি জীবনানন্দ দাশ দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে দেশের সৌন্দর্যকে অনুভব করেছেন। যা 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবির চোখে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। মমতারসে সিক্ত ও সহানুভূতিতে আর্দ্র এক সকরুণ, মায়াময়ী দেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য এদেশের প্রতি কবির প্রগাঢ় দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। এমনিভাবে স্বদেশের সৌন্দর্যকে অনুভব করে উদ্দীপকের কবিও এদেশকে অতুলনীয় আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এদেশকে অপরূপ এক ছবির দেশ বলেছেন। যার সৌন্দর্যের কাছে আমেরিকার ডাল্লাস, মেম্ফিস অথবা ক্যালিফোর্নিয়ার সৌন্দর্য শিশুতুল্য। তিনি গভীর আস্থায় বিদেশিদের এদেশের মনকাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

দেশপ্রেম কতটা গভীর হলে দেশের সৌন্দর্যকে এমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়। দুজন কবিই নিজের দেশের সৌন্দর্যকে এক অতুলনীয় আখ্যা দিয়েছেন। ভিনদেশের মানুষদেরকেও স্বদেশের গৌরবময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। তাঁরা সার্থকভাবেই দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে দেশকে অনুভব করেছেন। স্নেহ-মমতারসে সিক্ত হয়ে এদেশের বুকেই নিজেদের সমর্পণ করেছেন। স্বদেশকে ভালোবাসার এমন প্রেক্ষাপটে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ পাহাড়ের পর পাহাড়
অরণ্যের মিছিলে বনবনানী
সবুজের মিছিলে বাতাসের দোল
পাখির ডাকে কলকাকলি
কিচিরমিচির ভোর,
এ আমাদের স্বদেশ বাংলা
শ্যামলিমার নিবিড় মাখা সুর।

[গ্রামের সোদা গন্ধ-২ ব্যাকুলতার ডাক ভালহাওয়ার মিশেল কাব্য বুহু বুহেল]
[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. শঙ্খমালাকে কে বর দিয়েছেন? ১
খ. কবির চোখে এ দেশ সবচেয়ে সুন্দর কেন? ২
গ. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপক এবং 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ভাবার্থ এক ও অভিন্ন।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শঙ্খমালাকে বিশালাক্ষী বর দিয়েছেন ।

খ বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করে তাই কবির চোখে এ দেশ সবচেয়ে সুন্দর।

অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই দেশ। কবির চোখে এ দেশটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও মমতারসে সিক্ত। মূলত এ দেশের প্রতি রয়েছে কবির অন্তরের প্রগাঢ় ভালোবাসা। আর এ ভালোবাসার কারণেই কবির চোখে এ দেশ সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে।

গ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ। সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি আর কোথাও নেই। এই প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতার মাঝে মিশে আছে দেশের প্রতি কবির প্রেমানুভূতি।

উদ্দীপকে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটেছে। কবির মতে, বাংলার পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, গাছ-গাছালি এ সবই বাংলার প্রকৃতিকে অপরূপ সৌন্দর্যে মহিমান্বিত করেছে। অরণ্যের মিছিলের সাথে তুলনা করেছেন এ দেশের বন-বনানীতে। এ দেশের সবুজ গাছ-গাছালি, ধানক্ষেত বাতাসে দোল খাওয়ার দৃশ্য কবি মনকে মোহিত করে। পাখির কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত হয়। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এ বাংলার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে কবি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও কবি মনের একইরকম অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। এ কবিতায় কবির চোখে বাংলার অনন্য সৌন্দর্যের রূপটি ধরা পড়েছে। তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও মমতারসে সিক্ত দেশটিই হলো বাংলাদেশ। তিনি বাংলার প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন এ কবিতাটিতে। এদিক থেকেই উদ্দীপক এবং আলোচ্য কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপক এবং 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ভাবার্থ একই ধারায় প্রবাহিত।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় দেশপ্রেম, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা এবং নিজ দেশকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এ দেশ অনন্য। এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সকলের হৃদয়কে হরণ করে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং প্রগাঢ় দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবি বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। বাংলার নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি এসব নিয়েই বাংলার প্রকৃতি অপরূপ সাজে সাজিয়েছে নিজেকে। কবির কথামালায় বাংলার বন-বনানী যেন অরণ্যের মিছিলের ন্যায় এগিয়ে চলেছে। বাতাসে দোল খাওয়া মাঠের সবুজ ধানক্ষেত ও গাছ-গাছালি কবির চিত্তকে মোহিত করে। পাখির কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত হয়। ভোরে পাখির কিচিরমিচির শব্দে কবির ঘুম ভাঙে। নিবিড় শ্যামলিমায় মাখা বাংলার এ অপরূপ প্রকৃতি কবিমনকে বিমোহিত করে।

আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই দেশপ্রেম, দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। উভয় কবিই দেশকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন বলে দেশের প্রকৃতির দৃশ্য তাদের দৃষ্টিতে অপরূপ সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। তাদের মানসপটে বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য ভিন্ন এক অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। আর এ অনুভূতি ধারণ করার মাধ্যমেই দেশের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার ভাবার্থ এক ও অভিন্ন।— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. বিশালাক্ষী কে? ১
খ. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে তুলে ধরতে পারেনি"— আলোচনা করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিশালাক্ষী হলেন দুর্গা।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রকৃতি সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। মধুকূপী, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, হিজলগাছ এ জনপদকে অকৃত্রিম সৌন্দর্য দিয়েছে। নদীর কলতান, ধানের গন্ধে মিশে থাকা লক্ষ্মীপেঁচা বাংলার প্রকৃতিকে দিয়েছে বিচিত্র রূপ। পৃথিবীর বুকে এমন বৈচিত্র্যের যে এক টুকরো ভূমি আছে তা আমাদের এই দেশ।

উদ্দীপকের আলোচ্য কবিতার মতোই অপরূপ আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশটি পৃথিবীর মধ্যে সেরা। এমন স্মৃতিময় ফুল-ফসলে ভরা দেশ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অপূর্ব রূপসী এ দেশটিকে সকল দেশের রাণী বলে মনে করেছেন কবি। এর মূল কারণ হলো আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রূপবৈচিত্র্য অন্যদের থেকে আলাদা। এদিকে আলোচ্য কবিতায়ও এ দেশের অপরূপ রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির মাধ্যমে দেশকে তুলে ধরার চেতনা উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় একইভাবে ফুটে উঠেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে উদ্দীপকটির মূল চেতনা 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সৌন্দর্য চেতনা অভিন্ন হলেও উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশ পায়নি— কথাটি যথার্থ।

বাংলা প্রকৃতির বিচিত্র রূপ। সেখানে লেবুর শাখা সবুজ ঘাসে নুয়ে পড়েছে। বৃক্ষ-গুল্ম শোভা ছড়ায় সমগ্র জনপদে। এখানে হলুদ শাড়ি পরিহিত রমণীও শোভা ছড়ায়। অর্থাৎ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতির পরিপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে মাতৃভূমির রূপ-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার মতো পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতির বর্ণনা তুলে ধরা হয়নি। এক্ষেত্রে মাতৃভূমিকে সকল দেশের সেরা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ফুল-ফল ও রানি হিসেবে তুলনা করে দেশকে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতির আরো অনেক উপাদান সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় না। কেননা বাংলার প্রকৃতির যে অপার সম্ভার তার সামান্যই উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় কবি বাংলার রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বাংলার প্রকৃতিকে চিত্রিত করেছেন মমতার সাথে। দেশের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধের কারণেই দেশের প্রকৃতির তুচ্ছ উপাদানগুলোও তাঁর চোখে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এভাবে এ কবিতায় কবির প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেম গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যা উদ্দীপকের স্বল্প পরিসরে ফুটে ওঠেনি। তাই আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝেই আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা।
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

[নেত্রকোনা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. 'বারুণী' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'লক্ষ্মীপেঁচা' ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাবটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা যাচাই করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বারুণী' শব্দের অর্থ জলের দেবী।

খ প্রকৃতিতে লক্ষ্মীপেঁচার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকে বলে কবি লক্ষ্মীপেঁচাকে ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট বলেছেন।

ধান গাছের নতুন ধানে লেগে থাকে মিষ্টি সুবাস। খুব কাছ থেকে অনুভব করলেই কেবল সে সুবাস টের পাওয়া যায়। লক্ষ্মীপেঁচা নিশাচর ও নীরব প্রকৃতির পাখি। দিনের বেলা সে ঘর ছেড়ে বের হয় না। তাই প্রকৃতিতে তার উপস্থিতি ধানের সুগন্ধের মতোই অস্ফুট রয়ে যায়।

গ সৃজনশীল প্রশ্নের ৮(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ "উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একই"— উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্বদেশপ্রেম হওয়ায় মন্তব্যটি যথার্থ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল তাৎপর্য হলো স্বদেশপ্রেম। দেশকে ভালোবাসেন বলেই কবির চোখে স্বদেশের সবকিছু সুন্দর মনে হয়। কবি তাই স্বদেশকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে অতুলনীয় দেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি চেতনাও স্বদেশপ্রেমে অত্যুজ্জ্বল। তিনি প্রিয় স্বদেশকে প্রগাঢ় মমতায় বুকে ধারণ করেছেন। ধন, ধানে ও পুষ্পে ভরা জন্মভূমির স্তুতি গেয়েছেন। তিনিও মনে করেন, এমন দেশ পৃথিবীর কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ থেকেই তিনি স্বদেশকে সকল দেশের রাণীর মর্যাদায় আসীন করেছেন।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটিতেও কবি বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে অনন্য হিসেবে দেখছেন। তিনি এ দেশের সৌন্দর্যে বিভোর। এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে। কবির এই ভালো লাগার বহিঃপ্রকাশ ভালোবাসা থেকেই উদ্ভূত। তিনি তাঁর জন্মভূমির প্রেমে কতটা মত্ত সেটাই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। এতোটা প্রেম দেশের প্রতি না থাকলে কোনো কবি স্বদেশ-প্রকৃতির এমন চমৎকার বর্ণনা দিতে পারেন না। তিনি পৃথিবীর কোনো দেশকে এদেশের সৌন্দর্যের সমকক্ষ করতে রাজি নন। তিনি মনে করেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এ দেশের নদীর স্বচ্ছ জল, নির্মল তরু-ছায়া। পাখ-পাখালির মনোমুগ্ধকর গান অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে তিনি মনে করেন। স্বদেশপ্রেম থেকেই কবির এমন ভাবনার উৎপত্তি। কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও এটি। যা উদ্দীপকেও দৃশ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৭

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. জীবনানন্দ দাশের জন্ম কত সালে? ১

খ. হলুদ শাড়ির প্রতীকে কবি মূলত কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন দিকটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যগুলো 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল ভাবকে প্রকাশ করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনানন্দ দাশের জন্ম ১৮৯৯ সালে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের ছকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কবির আত্মোপলব্ধির দিকটি অনুপস্থিত।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এদেশ সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত। সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন দেশ বাংলাদেশ। সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। প্রকৃতির প্রতি এই মুগ্ধতার মাঝে মিশে আছে দেশের প্রতি কবির প্রেমানুভূতি।

উদ্দীপকের ছকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশ। এর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য সকলকে বিমোহিত করে। এদেশের নদ-নদী, পাহাড় পর্বত, গাছ গাছালি এসবকিছু মিলে প্রকৃতিকে মনোহারিণী করে সাজিয়েছে। তাইতো এই অপরূপ সৌন্দর্যের সংস্পর্শে যেই আসে সেই মুগ্ধ হয়। ষড়ঋতুর এই বাংলাদেশ প্রত্যেকটি ঋতু সময়ের আবর্তনে তার স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। ফলে প্রকৃতিতেও নব নব সৌন্দর্য সূচিত হয়। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাও কবি বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে এই কবিতায় কবি আরো বলেছেন যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রকৃতির এমন অপরূপ সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির এই আত্মোপলব্ধিটি আলোচ্য উদ্দীপকে অনুপস্থিত। উদ্দীপকে কেবল বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে প্রকৃতিপ্রেমের আশ্রয়ে স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে যা 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল ভাবকে প্রকাশ করে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় হল স্বদেশপ্রেম। দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন বলেই কবির চোখে স্বদেশের সবকিছুই সুন্দর হয়ে ধরা পড়ে। কবি তাই তার প্রিয় স্বদেশকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতুলনীয় সৌন্দর্যের দেশ হিসেবে উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

উদ্দীপকের ছকে বাংলাদেশের প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। সময়ের পরিক্রমায় এক এক ঋতু তার স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য নিয়ে প্রকৃতিতে হাজির হয়। প্রত্যেকটি ঋতুর আবির্ভাবে প্রকৃতি যেন নিজেকে নতুনভাবে সাজায়। বাংলার নদ-নদীর

https://teachingbd24.com

শীতল পরশ, সবুজ বনানি, পাখির কলকাকলি, দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ এসবই বাংলার প্রকৃতির উপাদান। এগুলোর সমন্বয়েই বাংলার প্রকৃতি নিজেকে অপরূপ সাজে সাজিয়েছে। আবহমান কাল ধরে বাংলার প্রকৃতির সাথে মানুষের আত্মিকবন্ধন সৃষ্টি হওয়ার কথাও আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির প্রকৃতিপ্রেমের অন্তরালে প্রগাঢ় দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। কবির দৃষ্টিতে অসাধারণ সুন্দর তার প্রিয় স্বদেশ। সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এ দেশের জনপদে অরণ্যে। কবি দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন বলেই প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য তার চোখে ধরা পড়েছে।

"আলোচ্য কবিতার মূলভাব হল প্রকৃতিপ্রেমকে অবলম্বন করে স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। উদ্দীপকেও একইভাবে বাংলার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যগুলো 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূলভাবকে প্রকাশ করে— এই মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ স্বপ্নময় এ দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে জন্মভূমির কোনো তুলনা নেই। এদেশের নির্মল আকাশে চন্দ্র সূর্য অকৃপণ আলো ছড়ায়। নদ-নদী, ফুল-ফল, বৃক্ষরাজি, পাখি এ দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এমন একটি দেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা গর্বিত।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. কে শঙ্খমালাকে বর দেয়? ১

খ. "শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল" – লাইনটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের জন্মভূমিতে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে বিচার করো। ৩

ঘ. "জন্মভূমির সবকিছুই মানুষকে মুগ্ধ করে" – উদ্দীপক এবং 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিশালাক্ষী শঙ্খলমালাকে বর দেয়।

খ কবিতায় শঙ্খচিল আর পানের বনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি আর প্রাণিকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির-অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। তাই হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন দূর আকাশের শঙ্খচিল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মীপেঁচাও মিশে থাকে প্রকৃতির গভীরে। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং প্রাণীর সংহতির এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

গ উদ্দীপকের জন্মভূমিতে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি সারা পৃথিবীর মধ্যে মাতৃভূমি বাংলাকে অনন্য বলে অভিহিত করেছেন। কবি মনে করেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কবি তাঁর কবিতায় ঘাস, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুলসহ নানা গাছ, নদী, সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন, শঙ্খচিলসহ নানাবিধ উপমার মাধ্যমে বাংলার ভূ-প্রকৃতির এক অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন।

উদ্দীপকে আমাদের জন্মভূমিকে স্বপ্নময় দেশ বলা হয়েছে। এদেশের নির্মল আকাশে চন্দ্র-সূর্য অকৃপণ আলো ছড়ায়। এদেশের নদ-নদী, ফুল-ফল, বৃক্ষরাজি, পাখি এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এমন দেশে জন্মগ্রহণ করে যে কেউ গর্ববোধ করবে। আলোচ্য কবিতায় কবি এমনি করে জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। কবি বলেছেন জলের দেবতা অনিঃশেষ জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রাখে এদেশের অসংখ্য নদীকে। কবি সুদর্শন, শঙ্খচিল ও লক্ষ্মীপেঁচার কথা বলেছেন। উদ্দীপকের জন্মভূমিতে ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় মাতৃভূমির এই সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে এবং 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার দেশপ্রেমে মুগ্ধ মানসিকতার পরিচয় মেলে।

কবি জীবনানন্দ দাশের চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আমাদের বাংলাদেশ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কবি প্রবল আবেগে এদেশের গাছ, পাখি, নদী, জল-বাতাস, প্রভৃতিকে কবিতার বিষয় করেছেন। জন্মভূমির সবকিছুতেই রয়েছে তার মুগ্ধতা।

উদ্দীপকে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে স্বপ্নময় দেশ বলা হয়েছে। দেশের মানুষের কাছে জন্মভূমির কোনো তুলনা নেই। চন্দ্র-সূর্য, নদ-নদী, বৃক্ষরাজি পাখি এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই দেশ। এমন দেশে জন্মলাভ করে সত্যি আমরা গর্ববোধ করি। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় ও উদ্দীপকে উভয়ক্ষেত্রেই দেশপ্রেম, দেশের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয় স্থানেই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং স্বদেশকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভাবনা সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিতায় সহানুভূতিতে আর্দ্র, মমতায় সিক্ত সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশের কথা বলা হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশকে। কবি মনে করেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি আর কোথাও নেই। এদেশের ঘাস, বৃক্ষ, নদী, বাতাস, পাখি যাকে দেখেছেন তাকেই কবিতায় এঁকেছেন অনিন্দ্য মুগ্ধতায়। তিনি তার কবিতায় দেখিয়েছেন এদেশের প্রকৃতি আর প্রাণীকূলের মধ্যকার চির অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। উদ্দীপকেও দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে জন্মভূমিকে বলা হয়েছে স্বপ্নময় দেশ। বলা হয়েছে এদেশে জন্মলাভ করে আমরা গর্ববোধ করি। এই গর্ববোধ করা ঠিক তখনই সম্ভব যখন মানুষ জন্মভূমির সবকিছুতেই মুগ্ধতা খুঁজে পায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আমার পূর্ব-বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মত
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]*

ক. জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' কী ধরনের গ্রন্থ? ১

খ. 'জলাজীরে দেয় অবিরল জল'– চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের শেষ চরণটি এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – আলোচনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না" – মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ।

খ 'জলাজীরের দেয় অবিরল জল' কথাটি দিয়ে কবি জলদেবীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

কবি নিজের মাতৃভূমি বাংলাকে এমর এক সুন্দর করুণ স্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। এর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে বিমোহিত করে। সেখানে জলদেবী বারুণী গঙ্গাসাগরের বুকে থাকে। আর সারা দেশের স্রোতস্বিনী নদী ও জলাভূমিকে অবিরল জলের জোগান দেয়। তার এই অবিরল জলের ধারায় পুষ্ট হয় প্রকৃতি আর প্রকৃতির সন্তানেরা। আলোচ্য অংশে কবি মাতৃভূমির প্রতি দেবীর কৃপাদৃষ্টির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

গ উদ্দীপকের শেষ চরণটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার বাংলাদেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির চোখে বাংলাদেশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মানুষ বিমোহিত। কবি দেখেছেন মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র তার জন্মভূমিকে। তবে একই সাথে দুঃখ-দারিদ্র্যের বিষণ্নতার কথাও তাঁর ভাষ্যে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বাংলাদেশের অনুপম সৌন্দর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এর শেষ চরণটিতে 'বিমুগ্ধ বেদনা শান্তি, কথাটি দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যের মাঝে বেদনারূপ অন্ধকারকে তুলে ধরেছেন। এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সম্ভারের আড়ালে থাকা করুণ অনুভূতির কথাও সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া অন্যান্য দিক অনুপস্থিত থাকায় বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি নানা ব্যঞ্জনায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি এখানকার প্রকৃতি ও প্রাণিকূলের সম্পর্কের কথাও বর্ণনা করেছেন। এখানে রয়েছে প্রকৃতি আর প্রাণিকূলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির-অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। এ বিষয়টি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। বন-বনানী তথা গাছপালার সৌন্দর্যে উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি বিমোহিত। উদ্দীপকের এ বিষয়টি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও অত্যন্ত চমৎকার ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। কবির মতে, অসাধারণ সুন্দর এই দেশ। সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। তবে এই মিলের বাইরেও আলোচ্য কবিতায় কিছু বিষয় আছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের সম্বন্ধ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমাহার উদ্দীপকে পাওয়া যায় না।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, উদ্দীপকের সাথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার সাদৃশ্য থাকলেও সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২০ আমার বাগানটি আর সব বাগানের থেকে অনেক গুণে সুন্দর। কারণ আমার বাগানে যা যা আছে তা আর কোনো বাগানে পাওয়া যাবে না। এ বাগানটি আমার মায়ের হাতে গড়া।

[সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কে বর দিয়েছিল?১

খ. "পৃথিবীর আর কোন নদী ঘাসে তারে আর পাবে নাকো তুমি" ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আমার সাথে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশের কল্পনার সাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩

ঘ. 'এ বাগানটি আমার মায়ের হাতে গড়া' বাক্যটি দ্বারা বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর' বাক্যটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? আলোচনা করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল।

খ পৃথিবীর আর কোন নদী ঘাসে শঙ্খলমালাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অপরূপ সুন্দর আমাদের এই দেশ। সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি আর কোথাও নেই। প্রকৃতিতে যেন শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির বর্ণশোভা প্রতীয়মান। কবির বিশ্বাস পৃথিবীর অন্য কোথাও এই শঙ্খমালাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ নিজের দেশের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কল্পনার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের মধ্য দিয়ে কবির দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সত্যিকারভাবেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি কবি আর কোথাও দেখেননি। বাংলা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরে স্বদেশের সঙ্গে নিজের আত্মিক বন্ধনকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন কবি। কবি মনে করেন এমন সুন্দর মমতা রসে সিক্ত ও স্নেহার্দ্র দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে পল্লিপ্রকৃতির সবুজ শ্যামল রূপ। এর গাছ, পাখি, নদী, ফসলের গন্ধ কবিকে মুগ্ধ করেছে।

উদ্দীপকের লেখক বলেছেন, তার বাগানটি আর সব বাগান থেকে অনেক গুণে সুন্দর। কারণ তার বাগানে যা যা আছে তা আর কোনো বাগানে পাওয়া যাবে না। এ বাগানটি তার মায়ের হাতে গড়া। যে জিনিসটিতে মায়ের হাতের ছোঁয়া থাকে তার সাথে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। একইভাবে কবি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় যে দেশের সৌন্দর্য গভীর আবেগে তুলে ধরেছেন সে দেশ তার নিজের। তাই তিনি এদেশের সাথে কারো তুলনা করতে চান না। কবি মনে করেন এদেশের মতো আর কোন দেশ নেই। উদ্দীপকের লেখকও মনে করেন তার বাগানের মতো আর কোনো বাগান নেই। তাই কবির কল্পনার সাথে উদ্দীপকের লেখকের কল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'এ বাগানটি আমার মায়ের হাতে গড়া' বাক্যটি 'বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর' বাক্যটির সমার্থক হয়ে উঠেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলা প্রকৃতির রূপচিত্র অংকন করেছেন। এ দেশের বৃক্ষরাজি, সবুজ ঘাস, পাখির কাকলি, পতঙ্গরাজি, নদীর কলতান সবই যেন সৌন্দর্যের আকর। ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মীপেঁচাও মিশে থাকে প্রকৃতির গভীরে, অন্ধকারের বিচিত্ররূপ এই দেশে। কবি বাংলার প্রকৃতিতে দেখতে পান শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির বর্ণশোভা। কবি মনে করেন আয়তলোচনা সুন্দরী নারী বিশালাক্ষী বর দিয়েছে বলেই দেশটি এত সুন্দর, এত মনোলোভা।

উদ্দীপকের লেখক তার বাগানের জন্য গর্বিত। তিনি মনে করেন তার বাগানটি সব বাগান থেকে আলাদা। কারণ এখানে যা পাওয়া যায় অন্য কোনো খানে তা পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটি তার মায়ের হাতের গড়া। মায়ের মমতা যেখানে রয়েছে তার সাথে আর তুলনা হয় কীসের।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা ও উদ্দীপক বিবেচনা করলে পাই, উভয়স্থানেই নিজস্ব প্রকৃতিটাই আপন হয়ে উঠেছে। দেবী দুর্গার বরে দেশটি যেমন অনন্য হয়ে উঠেছে। তেমনি মায়ের হাতে গড়া বাগানটি উদ্দীপকের লেখকের কাছে একইভাবে অনন্য হয়ে উঠেছে। মমতাময়ী মা আর দেবী দুর্গা যেন একাকার হয়ে গেছে। তাদের স্নেহের স্পর্শেই যেন সকল সৌন্দর্য অপরূপ রূপ লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে.
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে
জানিনে তোর ধন রতন আছে কিনা রানীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমায় ছায়ায় বসে।"

[সিলেট সরকারি কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. শঙ্খমালার শরীরে কোন রঙের শাড়ি লেগে আছে? ১

খ. 'বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'— কবিতার বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মধ্যে আংশিক বৈসাদৃশ্য থাকলেও মূল সুর এক ও অভিন্ন"— মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শঙ্খমালার শরীরে হলুদ রঙের শাড়ি লেগে আছে।

খ "বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর"— লাইনটি দ্বারা বাংলার প্রকৃতিকে দেবী দুর্গার বর তথা আশীর্বাদের ফসল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলার রূপ-সৌন্দর্য মন মাতানো। পৃথিবীর কোথাও এত বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের খোঁজ পাওয়া যাবে না। কবির মতে, এ দেশের প্রকৃতির এ সৌন্দর্যের কারণ হলো বিশালাক্ষী বা দেবী দুর্গার বর। দেবীর আশীর্বাদেই বাংলার প্রকৃতি এত সুন্দর আর মনোহর।

গ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বাংলার প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর রূপ তুলে ধরে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছেন।

আলোচ্য কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের মধ্য দিয়ে কবির স্বদেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলার প্রকৃতির অতি তুচ্ছ অনুষঙ্গও অনিন্দ্যসুন্দররূপে ধরা দিয়েছে কবির চোখে। এদেশকে তাই প্রকৃতির আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করেছেন তিনি। আলোচ্য কবিতায় ফুটে ওঠা দেশাত্মবোধের এ দিকটি উদ্দীপকের কবিতাংশে কিছুটা ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশে স্বদেশের প্রতি কবিহৃদয়ের গভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে প্রিয় স্বদেশ তাঁর হৃদয়ে প্রশান্তির অনুভব এনে দেয়। এদেশের রূপ-সৌন্দর্য বা সমৃদ্ধির চেয়ে দেশকে নিয়ে তাঁর একান্ত অনুভূতিকেই প্রাধান্য দেন কবি। তাঁর অনুভূতি এতটাই প্রবল যে, প্রিয় স্বদেশ ঐশ্বর্যশালিনী না হলেও কিছু এসে যায় না; এদেশে জন্মগ্রহণ করেই নিজেকে সার্থক মনে করেন কবি। স্বদেশের স্নেহের ছায়ায় মন জুড়ানোই তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি বলে মনে হয়। দেশের প্রতি উদ্দীপকের কবির মুগ্ধতার এ দিকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়। তবে উদ্দীপকের কবিতাংশে জন্মভূমির সঙ্গে কবির আত্মিক সম্পর্কই যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এ কবিতার ক্ষেত্রে তা নয়। আলোচ্য কবিতার কবি বাংলার শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছেন তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের বিচারে। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ব্যক্তিগত অনুভবের দিকটি এখানে প্রাধান্য পায়নি।

ঘ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার অন্তরালে কবির গভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

কবির দেখা বাংলাদেশ প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক অনন্য লীলাভূমি। এদেশে ভোরের আকাশে যখন সূর্য ওঠে, মেঘের আড়াল থেকে তার রং হয় করমচার মতো রঙিন। এদেশের গাছপালায় সবুজের মহাসমারোহ। কল্পিত জলদেবতা অবিরাম জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী করে রাখে এদেশের নদ-নদীকে, আর তাতেই উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল সপ্রাণ হয়ে থাকে। কবি এসব ঐশ্বর্যকে লক্ষ করেই বঙ্গভূমিকে অভিহিত করেছেন সবচেয়ে সুন্দর স্থান হিসেবে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক কবির স্বদেশ বন্দনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কবির কাছে তাঁর জন্মভূমির সমৃদ্ধি আদৌ বিবেচ্য নয়। কেননা, জন্মভূমি তাঁকে মায়ের মতোই স্নেহ-মমতা দিয়ে আগলে রেখেছে, যার কোনো তুলনা হয় না। এদেশের শ্যামল প্রকৃতির স্পর্শেই তাঁর হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। আর তাই এদেশের বুকে জন্ম নিয়ে, দেশকে ভালোবেসে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান তিনি। দেশমাতৃকার প্রতি কবিহৃদয়ের অনুরাগ 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায়ও ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বাংলার প্রকৃতির রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবির প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি জন্মভূমির নয়নাভিরাম রূপের প্রশংসা করেছেন। কবির পক্ষে বাংলার প্রকৃতিকে এত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুভব করা সম্ভব হয়েছে দেশের প্রতি অনুরাগের কারণেই। এটি না থাকলে এদেশের প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ তাঁর লেখনীতে এতটা অসাধারণ হয়ে উঠত না। অন্যদিকে, উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি একান্ত অনুভব থেকে দেশকে গ্রহণ করেছেন মাতৃরূপে। এভাবে উভয় কবির অনুভূতি মূলত তাঁদের জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। সে বিবেচনায় এ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২২ কেতক কদম যুথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথো মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেলো চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার লাবণী
হেরিনু পরিজননীড়।
একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লিজননী। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা। প্রশ্ন নম্বর-৬]*

ক. শঙ্খমালার শরীরে কী লেগে থাকে? ১

খ. পৃথিবীর আর কোথাও শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? তুলে ধরো। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় গ্রামবাংলার সৌন্দর্য বর্ণনার অন্তরালে ফুটে ওঠা দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শঙ্খমালার শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে।

খ বিশালাক্ষীর আশীর্বাদে বাংলার প্রকৃতির মাঝেই কেবল শঙ্খমালার আবির্ভাব হয় বলে পৃথিবীর আর কোথাও শঙ্খমালদের পাওয়া যাবে না।

কবি মনে করেন, বাংলার প্রকৃতির মাঝে জন্ম নেয় শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির বর্ণশোভা। কেননা, বিশালাক্ষী বর দিয়েছিলেন বলেই নীল সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। আর তাই কবির বিশ্বাস, পৃথিবীর আর কোথাও শঙ্খমালাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ উদ্দীপকের কবিতাংশে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় চিত্রিত গ্রামবাংলার সৌন্দর্যের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বঙ্গভূমিকে নিয়ে তাঁর গভীর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবি মনে করেন, এমন সুন্দর, মমতারসে সিক্ত ও স্নেহার্দ্র দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আর বাংলার এঐশ্বর্যের মূলে রয়েছে পল্লিপ্রকৃতির সবুজ শ্যামল রূপ। উদ্দীপকের কবিতাংশেও বাংলার প্রকৃতির প্রতি কবির মুগ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বাংলার প্রকৃতির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এদেশের পল্লির মেঠোপথে, ঝোপে-ঝাড়ে ফুটে থাকা অজস্র বিচিত্র বর্ণের ফুল কবিকে বিমোহিত করে। পল্লির বিল-ঝিল, খাল, পুকুর, ডোবায় শান্ত জলরাশি। সেখানে চঞ্চলা বালিকা জলকেলিতে মগ্ন। গ্রামবাংলার এমন বিচিত্র রূপে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার অপার সৌন্দর্যের বন্দনা করেছেন তিনি। একইভাবে, 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কবিও পল্লির বিচিত্র অনুষঙ্গে ভর করে সমগ্র বাংলাকে মমত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। তিনি মনে করেন, বিশ্বের আর কোথাও এত নদী, বৃক্ষ ও ফুলের সমারোহ নেই। কবির এ একান্ত অনুভব উদ্দীপকের কবির অনুভূতির সমান্তরাল। এ বিবেচনায় উদ্দীপকের কবিতাংশে আলোচ্য কবিতায় বর্ণিত গ্রামবাংলার চিরায়ত সৌন্দর্যের দিকটিই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় গ্রামবাংলার সৌন্দর্য বর্ণনার অন্তরালে কবিদ্বয়ের গভীর দেশাত্মবোধের প্রতিফলন ঘটেছে।

সবুজ শ্যামলে ঘেরা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। এদেশের মতো রূপবৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আলোচ্য কবিতায় ও উদ্দীপকে বাংলার প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বর্ণনার মধ্য দিয়ে মূলত মাতৃভূমির প্রতি কবিদ্বয়ের গভীর ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে গ্রামবাংলার রূপসৌন্দর্য ও জীবনবৈচিত্র্যের মনোমুগ্ধকর দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। নানা অনুষঙ্গে ভর করে কবি মূলত পল্লিপ্রকৃতির মোহনীয় রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়; পল্লির রূপমুগ্ধ কবি আবেগতাড়িত হয়ে তাকে গ্রহণ করেছেন মাতৃরূপে। গ্রামবাংলার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালোবাসার কারণেই পল্লির রূপ ও জীবনযাত্রা তাঁর লেখনীতে অসাধারণত্ব লাভ করেছে।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার রূপসৌন্দর্যে বিমোহিত। তাঁর এই ভালোলাগার অনুভূতি এতটাই প্রবল যে, পৃথিবীতে এর চেয়ে মনোমুগ্ধকর কোনো স্থান থাকতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি দেখেছেন, অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-ঘাস ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদ ও অরণ্যে। এদেরই কোনো কোনোটির নামমধুকূপী, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল। এখানে জলের দেবতা অনিঃশেষ জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রেখেছে অজস্র নদীকে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে আছে বিচিত্র নামের অসংখ্য পাখি। গ্রামবাংলার এমন রূপে মোহাবিষ্ট হয়ে কবি বাংলাকে দেখেছেন স্নেহার্দ্ররূপে। এ ধরনের অনুভূতির মূলে রয়েছে দেশের প্রতি মমত্ববোধ। এভাবে কবিদ্বয়ের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকে বাংলার প্রকৃতির প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। এ ভালোবাসা দেশাত্মবোধেরই নামান্তর। সে বিবেচনায় মন্তব্যটি যথার্থ।

https://teachingbd24.com